দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18 SEP 1988
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6

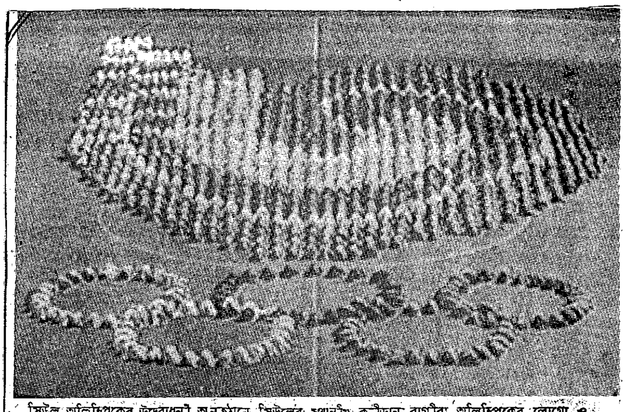

183

সিউল অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিউলের স্থানীয় ক্রীড়ানুরাগীরা অলিম্পিকের লোগো ও প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন —টিভি ছবি

সিউল অলিম্পিকের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

সিউল, ১৭ই সেপ্টেম্বর (রয়টার)।—দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট রোহ-তায়ে-উ আজ ১৯৮৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক উদ্বোধন করেন।

ড্রাগনড্রামের তালে তালে প্রায় ১০ হাজার ক্রীড়াবিদের কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় ইতিহাসের বৃহত্তম অলিম্পিক।

একই সঙ্গে তিনজন তরুণ দক্ষিণ কোরীয় অলিম্পিক শিখা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ৭৩ হাজার দর্শক আনন্দধ্বনি দিয়ে ওঠে।

১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে ম্যারাথন বিজয়ী জাতীয় বীর ৭৬ বছরের সোন কি চু স্টেডিয়ামের ভেতরে অলিম্পিক শিখা বয়ে নিয়ে যান।

আরো ছবি ও খবর ৭-এর পৃষ্ঠায়

এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ১৬০।

এই প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠান শুরু হয় স্টেডিয়ামের বাইরে।—রোদ করোজ্জ্বল শরৎ প্রভাতে ড্রাগনড্রাম জাহাজের নেতৃত্বে ৫০০ নৌকার একটি বহর হ্যান

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সিউল অলিম্পিক

(১-এর পৃঃ পর)

নদী দিয়ে এগিয়ে যায় প্রতিযোগিতা স্থলের দিকে।

বিশাল ড্রাগনড্রাম মানুষের হৃদস্পন্দনের মত কিন্তু তার সহস্রগুণ বেশি শব্দে বাজছিল। সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজছিল করতাল আর একই সঙ্গে নেচে যাচ্ছিল বহু বর্ণের পোশাক পরিহিত লোকনৃত্য শিল্পীবৃন্দ।

ঐতিহ্যভঙ্গ করে এবার মূল অলিম্পিক শিখায় আগুন দেন তিনজন। এদের একজন দক্ষিণ কোরীয় শিক্ষক, একজন ম্যারাথন দৌড়বিদ ও একজন নাচের ছাত্রী। এ তিনজনকে নাটকীয়ভাবে অগ্নি শিখার কড়াই-এর কাছে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরা তিনজন একই সঙ্গে তাদের মশাল দিয়ে এ কড়াই-এর ভেতরে গ্যাসে আগুন জ্বালান।

বহ্নিমান এ মশাল গ্রীস থেকে নিয়ে আসা হয়। গ্রীস ছিল গণতন্ত্রের উৎস ও অলিম্পিকের লালন ক্ষেত্র।

যুদ্ধবিরতির পর এই প্রথম ইরান ও ইরাক একই কুচকাওয়াজে অংশ নিল। তাদের মাঝখানে ছিলেন অপর ৩টি দেশের দল।

এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা বয়ে নিয়ে এলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ স্প্রিন্টার ইভেলিন এ্যাশ ফোর্ড। ৬১২ সদস্যের মার্কিন দলকে উচ্চ স্বরে অভিনন্দন জানানো হয়। কিন্তু সকলের শেষে স্বাগতিক দেশ কোরীয় দল স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলে আরও উচ্চস্বরে তাদের অভিনন্দন জানানো হয়।

ক্যাথলিক আইরিশ প্রজাতন্ত্র ক্রীড়াবিদ দলের নেতৃত্ব দেন বেলফাস্টের একজন প্রটেস্টান্ট।

বর্মার প্রতিনিধিত্ব করেন একজন প্রশিক্ষক। দুজন দূরপাল্লার প্রতিযোগী রাজনৈতিক বিক্ষোভের কারণে রেঙ্গুনে আটকা পড়ে গেছেন। সেজন্য তারা আর সিউলে আসতে পারেননি।

সোয়াজীল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া ও আমেরিকান সামোয়ার অর্ধনগ্ন প্রতিযোগীরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলে হাসির ধুম পড়ে যায়।

পশ্চিম জার্মানীর ৪০৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ছিলেন কোটিপতি টেনিস তারকা স্টেফি গ্রাফ. ৬৪ বছর পর টেনিস এবার আবার অলিম্পিকে প্রবেশপত্র পেলো।

একটি পতাকা দেখলে দক্ষিণ কোরীয়রা সবচাইতে বেশি খুশি হতো। কিন্তু সে দেশ আসেনি। দেশটির নাম উত্তর কোরিয়া।

উত্তর কোরিয়ার তরফ থেকে অপ্রীতিকর ঘটনার আশংকায় দক্ষিণ কোরিয়া কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের সদস্য দেশের চাইতেও বেশি দেশ এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।

যেকটি দেশ এতে অংশ নেয়নি—সেগুলো হলো আলবেনিয়া, কিউবা, ইথিওপিয়া, মাদাগাস্কার, নিকারাগুয়া ও সিচেলিস।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে দর্শনীয় ছিল ৭৬টি দেশের স্কাইডাইভারদের প্যারাস্যুট যোগে মর্তে অবতরণ।

সবশেষে স্টেডিয়ামের কেন্দ্রস্থলে রক্ষিত বিশাল রুপালী ডিসকো স্টেজ থেকে কালো পোশাক পরিহিত গায়ক-গায়িকারা প্রতিযোগিতার মূল সুর হাতে হাত মিলিয়ে গেয়ে শোনান।

শেখ আবদুল কাদের আল-জিলানী মসজিদ

আল-জিলানী গ্রন্থাগার এক বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডার

বাগদাদের শেখ আবদুল কাদির আল-জিলানী মসজিদ গ্রন্থাগারে রয়েছে ৫১,০০০ গ্রন্থ বই এবং পাণ্ডুলিপি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কোরানের দুষ্প্রাপ্য কপিসমূহ। এসব কপি সোনায় মোড়ানো।

আব্বাসীয় আমল থেকে এই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এতে আছে ১,৯০০ পাণ্ডুলিপি। এসব পাণ্ডুলিপিতে তর্কশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের মত বিভিন্ন জ্ঞান প্রশাখা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে— সাহিত্য গ্রন্থ এবং ইরাকের ইসলামী ইতিহাসের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনী।

তবে অনেকেই মনে করে থাকেন, যে, সব বই-ই আদিকালের—বেশ পুরোনো; আসলে ব্যাপারটা তা নয়। সব বই-ই পুরোনো নয়। আর এসব বইয়ের সবই আরবীতে নয়। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, স্পেনিশ, আফগানী, তুর্কী, উর্দু এবং সিরিয়ান ভাষায় লিখিত গ্রন্থও এতে রয়েছে।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি ছাড়াও আরবী ও বিদেশী ভাষায় ফিলিস্তিন সংক্রান্ত দলিলপত্র এবং রেফারেন্স বই এতে রয়েছে।

শেখ আবদুল কাদির আল-জিলানী মসজিদের ইতিহাস ষষ্ঠ হিজরী শতকের পুরোনো (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক)। আবু সাঈদ আল-মেখরামী এই মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ইরাক তথা মুসলিম বিশ্বের পরম শ্রদ্ধাভাজন মুসলিম মনীষী শেখ আবদুল কাদির আল-জিলানী (রঃ)-এর সম্প্রসারণ করেন। প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার লোক এই মহাপুরুষের মাজার শরীফ জেয়ারত করেন। আসলে তাঁকেই এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচনা করা হয়। বহু মনীষী তাঁর সকাশে গ্রন্থাদি ও পাণ্ডুলিপি উপহার নিয়ে আসতেন; সেগুলো দিয়ে তিনি গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারণ করেন।

ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের গভর্নর সরদার আবদুল্লা খান-এর প্রদত্ত পাক কালামের একটি অতি সুন্দর কপিও গ্রন্থাগারে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রিন্স, গভর্নর ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ-এর দেয়া পবিত্র কোরানের কপিও গ্রন্থাগারে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে।

গ্রন্থাগারে গুরুত্বপূর্ণ যেসব পাণ্ডুলিপি রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— নবম হিজরী শতকের 'আল হাকায়েক ফিল তাফসির' (কোরানের ব্যাখ্যা), দ্বাদশ হিজরী শতকের দালিল-আল-খায়রাত (কল্যাণের স্বাক্ষর), নবম হিজরী শতকে ওসমান বিন জিননি আল-মোসুল্লির লিখিত আল খাসায়েস ফিল নাহু (ব্যাকরণ) এবং আল-লুবাব ফি ইলম আল হিসাব (অংকশাস্ত্রের মূলভিত্তি)।

এই গ্রন্থাগার তার বৈশিষ্ট্যের কারণে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়া এটি ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী ও মনীষীসহ বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(বাগদাদ অবজার্ভার-এর সৌজন্যে)

—ভাষান্তর: মোঃ নূরুল হোসেন